দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

৪৪

কলেজ শিক্ষকদের স্বার্থে ১৯৮৫ সালের বিধি বাস্তবায়নের আবেদন

দেশের সরকারী কলেজগুলির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই জাতীয়কৃত। এইসব প্রতিষ্ঠান যখন বেসরকারী ছিল তখনকার অবকাঠামো নির্মাণের স্থপতি তৎকালীন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ। দুঃখের বিষয়, ১৯৮১ সালের অসংগতিপূর্ণ 'বেসরকারী কলেজ শিক্ষক আত্মীকরণ বিধিমালা'র আওতায় জাতীয়করণের সময় কর্মরত প্রবীণ ও বিজ্ঞ এইসব শিক্ষকের অধিকাংশই প্রভাষক পদে আত্মীকৃত হন। ফলে, তাঁহারা সামাজিক অমর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার শিকার হইয়া অনেকেই অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। অনেকে মৃত্যুবরণও করেন। আত্মীকৃত হতভাগ্য এই শিক্ষকদের প্রতি সুবিচার প্রদানকল্পে ১৯৮৫ সনে দেশের অন্যান্য আইন এবং 'বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারী আত্মীকরণ বিধির' সহিত সংগতিপূর্ণ বেসরকারী কলেজ শিক্ষক আত্মীকরণ বিধি প্রণীত হয়। কিন্তু শিক্ষক নামীয় কতিপয় স্বার্থান্ধ, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সরকারের এই উদ্যোগ বানচালের হীন চক্রান্তে লিপ্ত হন এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ আত্মীকৃত শিক্ষকদের সুবিচার প্রদান ও তাঁহাদের হৃত সিভিল রাইট (সংবিধানের ২৭ ধারা) ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের বিধিমালা অতিসত্বর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আদেশ প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, হাইকোর্টের সেই আদেশ আজও বাস্তবয়িন হয় নাই।

এমতাবস্থায় আত্মীকৃত কলেজ শিক্ষকদের স্বার্থে এবং মাননীয় আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৮৫ সালের বিধিটি অতিসত্বর বাস্তবায়নের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—মোঃ আমজাদ হোসেন, সরকারী অধ্যাপক, সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ, সিরাজগঞ্জ।